Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ৩০ day of জুন **, ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩৫/২০১২, ২৮৯৮/২০১২ ও ২৮৯৯/২০১২

১. শ্রী দিব্যেন্দু বানার্জী
২. প্রণবেশ ব্যানার্জী
৩. মিলন কান্তি ও সলিল ব্যানার্জী Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৫/০৫/২০১৯ খ্রিঃ, ২৬/০৫/২০১৯ খ্রিঃ, ১২/০৬/২০১৯ খ্রিঃ; ২০/০৮/২০১৯ খ্রিঃ ; ২০/১১/২০১৯ খ্রিঃ; ০৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ; ।

In presence of

১. জনাব জিতেন্দ্র লাল দত্ত
২. জনাব পরিমল চন্দ্র বসাক ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

১. জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৫/২০১২ মামলার গত ২০/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৪২ নম্বর আদেশে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, অত্র মামলাটি অত্রাদালতের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-২৮৯৮/২০১২ ও ২৮৯৯/২০১২ নম্বর মামলার সঙ্গে Analogous Trial হবে।

ইহা তিনটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায় ।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৩৫/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **মাইগাতা মৌজার ভি.পি কেইস নং-১০৫৬/৭৬-৭৭, শৌবন্দি মৌজার ভি.পি কেইস নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭, বরমা মৌজার ভি.পি কেইস নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭ ও ৫৪/৭৭-৭৮ এর অর্ন্তভুক্ত** 'ক' তফসিলে প্রকাশিত সম্পত্তি সহ অপরাপর সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন উমা চরন ব্যানার্জী। তার মৃত্যুতে ০৩ পুত্র যথা রজনী কান্ত ব্যানার্জী, আশুতোষ ব্যানার্জী এবং রামচন্দ্র ব্যানার্জী ওয়ারীশ হয়। রজনী কান্ত ব্যানার্জী ০২ পুত্র যথা, সুখেন্দু ও শশাংখ, এবং আশুতোষ ব্যানার্জী ০৪ পুত্র যথা, অজিত, রণজিত , সুরনজিৎ ও অরুনজিৎ এবং রামচন্দ্র ব্যানার্জী ০৩ পুত্র কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথকে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আশুতোষের ০৪ পুত্র এবং রামচন্দ্রের অপর দুই পুত্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ভারতবাসী হওয়ার কালে ত্যজ্য সম্পত্তি ভ্রাতা কুমোদ এর উপর ন্যস্ত করে যান। অত্র মামলার প্রার্থীক কুমোদের পুত্র হয়। কুমোদের মৃত্যুর পর প্রার্থীক তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি এবং ভারতবাসী কাকাদের সমস্ত সম্পত্তি লীজমূলে ভোগদখলে আছেন।

আশুতোষ ব্যানার্জীর পুত্রগণের ত্যজ্য সম্পত্তি প্রার্থীকের জেঠা সুখেন্দু ব্যানার্জী লীজমূলে ভোগদখলে থাকলেও উক্ত সম্পত্তিতে প্রার্থীক অর্ধেক অংশ পাবার হকদার। প্রার্থীক ও অন্যান্য সহ-শরীকগন তফসিলোক্ত সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখল করেন। প্রার্থীপক্ষ লীজমুলে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হওয়ায় তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২৮৯৮/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **বরমা ও মাইগাতা মৌজার ভি.পি কেইস নং- ৫৪/৭৭-৭৮ এর অর্ন্তভুক্ত** 'ক' তফসিলে প্রকাশিত তফসিল বর্নিত সম্পত্তি সহ অপরাপর সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন রজনীকান্ত , আশুতোষ ব্যানার্জি , কুমুদ রঞ্জন , চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ। রজনী কান্ত মরনে ০২ পুত্র সুখেন্দু ও শশাংখ ওয়ারীশ হয়। সুখেন্দু ব্যানার্জি মরনে ০২ পুত্র মিলন কান্তি ব্যানার্জি ও শশাংক মোহন ব্যানার্জি এবং শশাংক মহন মরনে পুত্র সলিল কান্তি ব্যনার্জি ওয়ারীশ হয়। পি এস ও বি এস খতিয়ান তাদের নামে হয়। কুমোদ রঞ্জনের মৃত্যুতে তৎ পুত্র শ্যামলেন্দু, নির্মলেন্দু ও দিব্যেন্দু বিগত ০৮/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখে ২৪৯২ নং কবলামুলে ৮ শতক ভুমি প্রার্থীক ও তৎভ্রাতা মিলন কান্তি ব্যানার্জি ও শশাংকের পুত্র সলিল ব্যানার্জির নিকট বিক্রয় করেন। এভাবে প্রার্থীক তফসিলোক্ত ভুমি মৌরশী ও খরিদসূত্রে ভোগদখলকার আছেন।

অজিত ব্যানার্জি গং ০৪ ভ্রাতা এবং চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ভারতবাসী হওয়ায় তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। প্রার্থীক ভি.পি কেস নং- ৫৪/১৯৭৭-৭৮ মূলে সরকার থেকে উক্ত সম্পত্তি লীজ গ্রহন করেন। উক্তরুপ অবস্থায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে ও লীজমূলে ভোগদখলে থাকায় তা অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২৮৯৯/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **মাইগাতা মৌজার ভি.পি কেইস নং-১০৫৬/৭৬-৭৭, শৌবন্দি মৌজার ভি.পি কেইস নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭, বরমা মৌজার ভি.পি কেইস নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭ ও ৫৪/৭৭-৭৮ এর অর্ন্তভুক্ত** 'ক' তফসিলে প্রকাশিত সম্পত্তি সহ অন্যান্য সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন রজনী কান্ত ব্যানার্জী, আশুতোষ ব্যানার্জী এবং কুমোদ ব্যানার্জী , চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ। আর এস খতিয়ান তাদের নামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। রজনী কান্ত ব্যানার্জী ০২ পুত্র যথা, সুখেন্দু ও শশাংক কে রেখে মারা যায়। সুখেন্দু মরনে দুই পুত্র মিলন কান্তি ব্যানার্জি তথা ১ নং প্রার্থীক ও প্রণবেশ ব্যানার্জি ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। শশাংক মরনে ২ নং প্রার্থীক সলিল ব্যানার্জি ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। এভাবে প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান হয়ে ভোগদখলে আছেন।

কুমোদ ব্যানার্জির মৃত্যুতে ০৪ পুত্র যথা নিহারেন্দু, শ্যামলেন্দু, নির্মলেন্দু ও দিব্যেন্দু প্রাপ্ত হন। নিহারেন্দু ও শ্যামলেন্দু দীর্ঘদিন পূর্বে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নির্মলেন্দুর মৃত্যুতে তৎ স্বত্বাংশ তৎ তিন কন্যা প্রাপ্ত হয়।

আশুতোষ ব্যানার্জীর ০৪ পুত্র অজিত কুমার গং এবং আর এস রেকর্ডী চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ব্যনার্জি ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। প্রার্থীকগণ ভি.পি কেস নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭ মূলে উক্ত সম্পত্তি লিজ গ্রহন করেন। লীজ গ্রহীতা হিসাবে কুমোদ রঞ্জন বানার্জির নামও আছে। কুমোদ রঞ্জন ব্যানার্জি তার যাবতীয় স্বত্ব বিগত ২৩/১১/৭৮ ইং তারিখে ৫২৩৬ নং কবলামুলে অরুন কান্তি বিশ্বাস এর বরাবর হস্তান্তর করে। তার অবশিষ্ট স্বত্বায়শ তার পুত্র দিবেন্দু ব্যানার্জি, শ্যামলেন্দু ব্যানার্জি ও নির্মলেন্দু ব্যানার্জি ০৮/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখে ২৪৯২ নং কবলা মূলে ১/২ নং প্রার্থী ও প্রনবেশ ব্যানার্জি বরাবর হস্তান্তর করে। প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তি মৌরশী, খরিদ ও লীজ মুলে ভোগদখলে থাকায় অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত তিন মামলায় ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১০৫৬/৭৬-৭৭ ও ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে জনৈক ব্যাক্তি কে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৩৫/২০১২)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-১৮৯৮/২০১২)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-১৮৯৯/২০১২)

১। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?"

সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৫/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ মামলা প্রমানার্থে ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **দিব্যেন্দু ব্যানার্জি (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। মাইগাতা মৌজার আর এস **৮৪৭,১৪১৪, ১৩৭১, ১০০৩,৫৬৯,৬১,৫৩৩, ৩৬৮, ৮২, ৫৮১,১৭২, ১৬৯, ১৪৪৪, ৯৬৬ ও ১৩৬২, ৭৯৯/১** নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। বরমা মৌজার আর এস -২১৪, ৪৭৪, ২০২, ৪০৭, ২৩১, ৪১৯, ২১২, ২০৫, ১০৮, ৪০৪ , ৪১৯, ১১০/৩ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। মাইগাতা মৌজার বি এস- ২৫৪, ২৫১, ২৫৫, ১০১৯, ২৫৬, ১০১৫, ২৫৩, ৩০৬, ২৪৯, ১০১৪, ১০১৬ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। ৪/৫/২০১৬ ইং তারিখের ওয়ারিশান সনদপত্র ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। জাতীয়তা সনদপত্র	প্রদর্শনী-৫
৬। অপর ২৫০/২০১০ মামলার আরজি ও আদেশের সহি-মুহুরি নকল	প্রদর্শনী-৬ সিরিজ
৭। বরমা মৌজার বি.এস -৩৪,৩৫, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ২৭৬, ১০৩ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৭ সিরিজ

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৮৯৮/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **প্রণবেশ ব্যানার্জি (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। বরমা মৌজার আর এস -২০৫, ৪০৪, ৪১৯, ২৩১, ৪০৭, ১১০/৩, ৪৭৪, ১০৮, ২০২, ২১২, নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। মাইগাতা মৌজার আর এস ১৩৫৭ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। বরমা মৌজার বি এস - ৩৫, ১০৩, ৩৪, ১০৭, ১০৪, ও ১০৬ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। মাইগাতা মৌজার বি এস -২৫৭ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। বরমা ও মাইগাতা মৌজার সরকারী গেজেট	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৬। ৮/৮/১৯৮৪ ইং তারিখের ২৪৯২ নং দলিলের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৬
৭। ভি.পি কেস নং -৫৪/৭৭-৭৮ এর লিজ এগ্রিমেন্ট	প্রদর্শনী-৭
৮। জাতীয়তা সনদপত্রে মূল কপি	প্রদর্শনী-৮
৯। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৯
১০। ওয়রীশ সনদপত্র	প্রদর্শনী-১০
১১। ডি.সি আর কপি ০৩ ফর্দ	প্রদর্শনী-১১

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৮৯৯/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **সলিল ব্যানার্জি (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। মাইগাতা মৌজার আর এস- ৮৪৭, ১৪০৪, ১৩৭১, ১০০৩, ৫৬৯, ৬১, ৫৩৩, ৩৬৮, ৮২, ৫৮১, ১৭২, ১৬৯, ১৪৪৪, ৭৯৯/১, ৯৬৫, ১৩৬২, ৯৬৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। শোবিন্দ মৌজার আর এস ১৬২ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। বরমা মৌজার আর এস খতিয়ান নং ২১৪ এর সি.সি	প্রদর্শনী ৩
৪। মাইগাতা মৌজার বি এস-২৫১, ২৫৪, ২৫৮, ২৫৬, ১০১৯, ১০১৫, ২৫৩, ৩০৬, ১৮৬, ২৪৯, ১০১৪, ১৩১৫, ১০১৬, ২৫৫, ২৫০, ৭৮৫ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। শোবিন্দ মৌজার বি এস- ২৭৯ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী-৫
৬। বরমা মৌজার বি এস ১০৩ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৬
৭। মাইগাতা, বরমা ও শোবিন্দ মৌজার সরকারী গেজেট	প্রদর্শনী-৭ সিরিজ
৮। ভি.পি ১০৫৬/৭৬-৭৭ মামালা লীজ এগ্রিমেন্ট	প্রদর্শনী-৮
৯। ০৮/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখের ২৪৯২ নং দলিলের আসল কপি	প্রদর্শনী-৯
১০। ২০/১১/৭৮ ইং তারিখের ৫২৩৬ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১০
১১। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী-১১
১২। জাতীয়তা সনদপত্র ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-১২ সিরিজ
১৩। ওয়ারীশ সনদপত্র ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-১৩ সিরিজ
১৪। ডি.সি আর ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী- ১৪ সিরিজ

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মোঃ শাহজাহান (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন। Op.W.1)কর্তৃক দাখিলী ক্ষমতাঅর্পন পত্র প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৫/২০১২)

দিব্যেন্দু ব্যানার্জি (Pt.W.1) এবং **মোঃ শাহজাহান (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

Pt.W.1 এর জবানবন্দি মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তি উমা চরন ব্যানার্জীর ছিল। তার মৃত্যুতে ০৩ পুত্র যথা রজনী কান্ত, আশুতোষ ও রামচন্দ্র ওয়ারীশ হয়। রজনী কান্ত মরনে ০২ পুত্র যথা, সুখেন্দু ও শশাংখ, এবং আশুতোষ ব্যানার্জী মরনে ০৪ পুত্র যথা, অজিত, রণজিত, সুরঞ্জিত ও অরুনজিৎ এবং রামচন্দ্র ব্যানার্জী মরনে ০৩

পুত্র কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আশুতোষ ব্যানার্জির ০৪ পুত্র ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। রামচন্দ্রের দুই পুত্র চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ভারতবাসী হওয়ার কালে তাদের অপর ভ্রাতা কুমোদ বরাবর সকল সম্পত্তি অর্পন করে যান। কুমোদের মৃত্যুর পর তিনি নালিশী সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তার সহোদর ভ্রাতা নেহারেন্দু, শ্যামলেন্দু ও নিম্মলেন্দু আপোষে তাকে সম্পত্তি ত্যাগ করে যান। তিনি চন্দ্র বিনোধ ও রবীন্দ্র নাথের সম্পত্তি ওয়ারীশসূত্রে মালিক বিধায় অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

Pt.W.1 জবানবন্দিতে আরো বলেন যে, আশুতোষ ব্যানার্জীর পুত্রগণ ভারতবাসী হওয়ার কালে আপোষে তাদের সম্পত্তি তার পিতা কুমোদ বরাবর ত্যাগ করে যান। তিনি অজিত কুমার গং দের সম্পত্তি ক তফসিলভুক্ত হওয়ায় অর্ধেক সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেন। নালিশী ভুমি একই কম্পাউন্ডভুক্ত বাড়ি ভিটি ও পুকুর। তিনি ভি.পি মামলা নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭ ও ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে লীজ গ্রহন করেন। তিনি নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

বিবাদীপক্ষ এই সাক্ষীকে **জেরা করলেও জবানবন্দির সাথে সাংঘর্ষিক বা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করতে পারেননি। জেরাতে তিনি বলেন যে,** তিনি মাইগাতা বরমা ও শৌবিন্দ মৌজার সম্পত্তির জন্য মামলা করেছেন। অর্পিত সম্পত্তির গেজেটে অজিত রঞ্জিত, অরুঞ্জিত, সুরঞ্জিত , চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্রনাথ এর নাম আসে। চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ তার আপন কাকা। অজিত রঞ্জিত, অরুঞ্জিত সুরঞ্জিত তার বাবার আপন জেঠাতো ভাই।

কামরুল ইসলাম (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ভারতবাসী হলে, উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির শ্রেনীভুক্ত হয়ে গেজেটের ক তফসিলে অর্ন্তভুক্ত হয়। নালিশী ভুমি গেজেটের ৪০৮, ৪৫৩, ৩৮৪, ৩৮৫ ও ৩৭০ নং ক্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার ভি.পি মামলা নং ১০৫৬/৭৬-৭৭ ও ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে একসনা ইজারা প্রদান করে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হয়। প্রার্থীগণ তা কোনভাবেই পাবার হকদার নন।
জেরাতে তিনি বলেন যে, নালিশী সম্পত্তি প্রার্থীকের পূর্ববর্তীর সত্য। রজনী রামচন্দ্র ও আশুতোষ তারা তিন ভাই ছিল। সত্য নয় যে, প্রার্থীক আর এস রেকর্ডীর ক্রম ওয়ারীশ। সরকার উমাচরনের সম্পত্তির দাবিদার। তার সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে। প্রার্থীকেরা ইজারাদার। প্রার্থীক ইজারাদার হিসাবে নালিশী সম্পত্তিতে দখলে আছে।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। সাক্ষী **দিব্যেন্দু ব্যানার্জি (Pt.W.1) কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী-১ ও ১(ক)-১(ণ) চিহ্নিত** মাইগাতা মৌজার আর এস- **৮৪৭, ১৪১৪, ১৩৭১, ১০০৩, ৫৬৯, ৬১, ৫৩৩, ৩৬৮, ৮২, ৫৮১, ১৭২, ১৬৯, ১৪৪৪, ৯৬৬ , ১৩৬২ ও ৭৯৯/১,(৭৯৯/৩ ভুল) নং খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী মাইগাতা মৌজার তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন রজনী কান্ত,** আশুতোষ ব্যানার্জি , কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ সহ অন্যান্য জন। স্বীকৃতমতে রজনী কান্ত, আশুতোষ ও রাম চন্দ্র পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। রজনী কান্ত মরনে ০২ পুত্র যথা : সুখেন্দু বিকাশ ও শশাংক মোহন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আশুতোষ ব্যানার্জি মরনে ০৪ পুত্র যথা: অজিত কুমার, রণজিত কুমার, সুরঞ্জিত কুমার ও অরুনজিৎ কুমরা ওয়ারীশ হয়। এছাড়া রামচন্দ্র ব্যানার্জি মরনে ০৩ পুত্র যথা কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রার্থীপক্ষ কৃর্তক দাখিলী বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী- ৩, ৩(ক)-৩(ঞ) এবং ২৮৯৯/১২ মামলায় দাখিলী বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী-৪, ৪(ক)-৪(ন) পর্যালোচনায়

প্রতীয়মান হয় যে, রজনী কান্ত, আশুতোষ ব্যানার্জি ও রামচন্দ্র ব্যানার্জির পরবর্তী ওয়ারীশগনের নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়।

Pt.W.1 কৃর্তক দাখিলী **প্রদর্শনী-২ ও ২(ক)-২(ঝ)** হতে দেখা যায়, নালিশী বরমা মৌজার আর এস- ২১৪, ৪৭৪, ২০২, ৪০৭, ২৩১, ৪১৯, ২১২, ২০৫, ১০৮, ৪০৪ ও ১১০/৩ (২৮৯৮/১২ মামলার প্রদ-১/ঙ) নং খতিয়ানের মালিক ছিলেন রজনী কান্ত, আশুতোষ ও কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ। এছাড়া ২৮৯৯/২০১২ মামলায় দাখিলী **প্রদর্শনী-২** হতে দেখা যায়, নালিশী শোবন্দী মৌজার আর এস- ১৬২ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে অন্যান্যর সাথে তারা মালিক ছিলেন। পরববর্তীতে বি এস খতিয়ান তাদের পরবর্তী ওয়ারীশগনের নামে হয়। প্রার্থীপক্ষে দাখিলীয় বরমা মৌজার বি এস খতিয়ান প্রদ- ৭, ৭(ক)-৭(চ) এবং ২৮৯৮/১২ মামলায় দাখিলী বরমা মৌজার বি এস খতিয়ান **প্রদ-৩(ক)-৩(চ)** এবং ২৮৯৯/২০১২ মামলায় দাখিলী শৌবন্দী মৌজার বি এস খতিয়ান **প্রদর্শনী-৫** পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ নালিশী মাইগাতা মৌজায় ৩.২৯ একর ও ০.১৭ একর, বরমা মৌজায় ১.৪১ একর এবং শোবন্দী মৌজার ০.৩৪ একর সম্পত্তির মধ্যে তাহার প্রাপ্য অংশ অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। প্রথমেই প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত তফসিল বর্নিত মাইগাতা মৌজা'র সম্পত্তি বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

২৮৯৯/১২ নং মামলায় দাখিলী গেজেট কপি (প্রদর্শনী-৭) হতে প্রতীয়মান যে, চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। গেজেটের ৪০৮ নং ক্রমিকে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মোট পরিমান ৩.২৯ একর লিপি থাকলেও সব দাগের সম্পত্তি হিসেব করলে তা ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ২৮৯৯/২০১২ মামলায় দাখিলী লীজ এগ্রিমেন্ট **(প্রদর্শনী-৮)** হতে দেখা যায়, ভিপি মামলা নং- ১০৫৬/৭৬-৭৭ মূলে প্রার্থীকের পিতা কুমোদ বন্ধু ব্যানার্জি গং উক্ত মাইগাতা, বরমা ও শৌবন্দী মৌজায় সর্বমোট ৩.২১ একর ভুমির ইজারা লাভ করেন। উক্ত ইজারাকৃত ভুমির বরমা মৌজার ০.১৭ একর এবং শৌবন্দী মৌজার ০.৩৪ একর ভুমি বাদ দিলে মোট ভুমির পরিমান দাঁড়ায় ২.৭০ একর। গেজেটে বর্নিত দাগাদির বিপরীতে প্রদত্ত ভুমির পরিমান হিসাব করলেও প্রকৃত পরিমান হয় ২.৭০ একর। প্রতীয়মান হয় যে, **গেজেটের ৪০৮ নং ক্রমিকে তালিকাভুক্ত মাইগাতা মৌজায়** ৩.২৯ একর লিপি ভুল হয়েছে। **প্রকৃত ভুমির পরিমান ২.৭০ একর হবে বলে আমি বিবেচনা করি।**

২৮৯৮/২০১২ মামলায় দাখিলী গেজেট **প্রদর্শনী- ৫(খ) এবং** মাইগাতা মৌজার আর এস খতিয়ান নং ১৩৫৭ (ভুল ১৩৯৭) প্রদ- ১(ঞ) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত খতিয়ানের আর এস ১৪৪০ ও ১৫৪৬ দাগের আন্দরে ১৭ শতক ভুমির মালিক ছিলেন চন্দ্র বিনোদ গং ও অজিত ব্যানার্জি গং। তাদের উক্ত সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয় যা গেজেটের ৪৫৩ নং ক্রমিকে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

প্রার্থীক মূল মালিকগনের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে এবং পূর্ববর্তীর লীজসূত্রে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন মর্মে দাবি করেছেন। দাখিলীয় লীজ এগ্রিমেন্ট প্রদর্শনী-৮, হতে পরিস্কার ধারনা আসে যে, নালিশী ভুমিতে অন্যান্য শরীকানদের সাথে প্রার্থীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালতের অভিমত এই যে, প্রার্থীপক্ষ লীজমুলে অপরাপর শরীকানদের সাথে নালিশী সম্পত্তির দখলে আছে মর্মে প্রমানিত হয় ।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীপক্ষ ওয়ারীশসূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

প্রার্থীপক্ষে দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র, প্রদশর্নী-৪ ও ৪(ক) হতে দেখা যায়, ভারতবাসী চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জি পরস্পর আপন ভ্রাতা। **কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জির প্রার্থীক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি ছাড়া আরো দুই পুত্র শ্যমলেন্দু ব্যানার্জি ও নিম্মলেন্দু ব্যানার্জি থাকলেও তাহারা বর্তমানে মৃত মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাদের কোন ওয়ারীশ পুত্র কন্যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমান হতে পাওয়া যায়নি। সুতরাং** প্রার্থীক ভ্রাতুষপুত্র হিসাবে তাহার ভারতবাসী কাকা চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জির সম্পত্তি ওয়ারীশ হিসাবে প্রাপ্য হবেন। প্রার্থীক মূল মালিকের অনুপস্থিতিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হওয়ায় ও দাবিকৃত সম্পত্তি পূর্ববর্তীক্রমে লীজমূলে ভোগ দখলকার থাকায় *মুল মালিক* চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর ত্যাজ্য নালিশী মাইগাতা মৌজার ২.৭০ একর সম্পত্তি প্রার্থীক অবমুক্তি পাওয়ার হকদার বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রার্থীক মাইগাতা মৌজাস্থ আর এস খতিয়ান নং ১৩৫৭ (ভুল ১৩৯৭) এর অধীন ১৭ শতক সম্পত্তি হতে তার প্রাপ্য অংশ অবমুক্তির দাবি করেছেন। **২৮৯৮/১২ নং মামলায় দাখিলী গেজেট প্রদর্শনী-৫(খ)** ও লীজ এগ্রিমেন্ট (প্রদর্শনী-৭) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং অজিত ব্যানার্জি গং ০৪ ভ্রাতা ভারতবাসী হলে তাদের মালিকীয় ১৭ শতক সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় এবং ভিপি মামলা নং- ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে ভারতবাসীদের কাকাতো ভ্রাতা সুখেন্দুর পুত্র প্রনবেশ ব্যানার্জি কে একসনা ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ৩৫/২০১২ মামলায় দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র ৪(খ)-৪(ঙ) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আশুতোষ ব্যানার্জির ০৪ পুত্র অজিত, রণজিৎ, অরুনজিৎ ও সুরঞ্জিত বহুপূর্বে ভারতবাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার ত্যজ্যবিত্তে এদেশে বসবাসকারী ওয়ারীশ ছিলেন- কাকা রজনীকান্ত ব্যানার্জির দুই পুত্র সুখেন্দু বিকাশ ব্যানার্জি, শশাঙ্ক মোহন ব্যানার্জি এবং অপর কাকা রাম চন্দ্র ব্যানার্জির ০৩ পুত্র -কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জি, চন্দ্র বিনোদ ব্যনার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। উত্তরাধিকারী নীতি অনুযায়ী, আশুতোষ ব্যনার্জির উক্ত ০৪ পুত্রের সম্পত্তি রজনীকান্ত ব্যানার্জির দুই পুত্র সুখেন্দু ও শশাঙ্ক অর্ধেক এবং রামচন্দ্র ব্যানার্জির ০৩ পুত্র কুমুদ গং অর্ধেক অংশ প্রাপ্ত হবেন। নালিশী উক্ত ১৭ শতক সম্পত্তি মধ্যে প্রার্থীক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি তাহার কাকা চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর অংশীয় (২.৮৩ + ২.৮৩) = ৫.৬৬ শতক উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে প্রাপ্য হবেন। অপরদিকে অজিত গং ০৪ ভ্রাতার সর্বমোট ১১.৩৩ শতক সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অর্থাত ৫.৬৬ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের পিতা ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হন বিধায় পিতার অনুপস্থিতিতে প্রার্থীক উক্ত ৫.৬৬ শতক সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে পাবার হকদার মর্মে প্রতীয়মান হয়। অবশিষ্ট ৫.৬৬ শতক ভুমি রজনীকান্তের পুত্র সুখেন্দু ও শশাংক প্রাপ্ত হবেন।

সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীক মাইগাতা মৌজায় সর্বমোট (২.৭০ + .০৫৬+ .০৫৬) = ২.৮১ একর ভূমি অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ তফসিল বর্নিত চন্দনাইশ থানাধীন বরমা মৌজার (০.১৭ +১.৪১) = ১.৫৮ একর এবং শৌবন্দি মৌজার ০.৩৪ একর সম্পত্তির মধ্যে তাহার প্রাপ্য অংশ অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন।

২৮৯৯/১২ নং মামলায় দাখিলী গেজেট প্রদর্শনী-৭(খ) ও লীজ এগ্রিমেন্ট **(প্রদর্শনী-৮)** ও ২৮৯৮/১২ মামলায় দাখিলী লীজ এগ্রিমেন্ট **(প্রদর্শনী-৭)** পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং অজিত ব্যানার্জি গং ০৪ ভ্রাতা ভারতবাসী হলে তাহাদের মালিকানাধীন বরমা মৌজার আর এস ২১৪ খতিয়ানভূক্ত ০.১৭ একর ও আর এস ৪৪৭, ২০২, ১১০/৩, ৪০৭, ২৩১, ৪১৯, ২১২, ২০৫, ১০৮, ৪০৪ নং খতিয়ানভূক্ত ১.৪১ একর ভূমি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হয়। প্রদর্শনী-৭(খ) গেজেটের ৩৮৫ নং ক্রমিকে উল্লেখিত দাগাদিতে জমির পরিমান ১.৪১ একর ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীপক্ষ উক্ত মৌজার সম্পত্তি লিজমূলে ভোগদখলে আছেন মর্মে দাবি করেছেন। লীজ এগ্রিমেন্ট প্রদর্শনী-৭ হতে দেখা যায়, ভিপি মামলা নং- ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে প্রার্থীক প্রনবেশ ব্যানার্জি বরমা ও মাইগাতা মৌজায় সর্বমোট ১.০৬ একর (যাহা ভুল) ভূমির ইজারা লাভ করেন। উক্ত ইজারাকৃত ভূমি থেকে মাইগাতা মৌজার ০.১৫ একর বাদ দিলে মোট ভূমির পরিমান দাঁড়ায় ০.৭১ একর। যা **গেজেটের প্রকৃত ভূমির সাথে প্রায় মিলে যায়। সুতরাং গেজেটের ৩৮৫ নং ক্রমিকে উল্লেখিত বরমা মৌজায় প্রকৃত ভূমির পরিমান ০.৭১ একর হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৮৯৯/১২ মামলায় দাখিলী গেজেট প্রদশর্নী-৭(ক) এবং লিজ এগ্রিমেন্ট প্রদর্শনী-৮ পর্যালোচনায় দেখা যায়, চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মালিকানাধীন শৌবন্দী মৌজার আর এস ১৬২ খতিয়ানভূক্ত ০.৩৪ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়।

বরমা মৌজার গেজেটের ৩৮৪ ক্রমিকের ২১৪ খতিয়ানের ০.১৭ একর ভূমি ও শৌবন্দী মৌজার ০.৩৪ একর ভূমি এবং গেজেটের ৩৮৫ ক্রমিকে বরমা মৌজার ০.৭১ একর ভূমি ভিপি মামলা নং-১০৫৬/৭৬-৭৭ ও ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে প্রার্থীকের পিতা কুমোদ বন্ধু ব্যানার্জি সহ ০৩ জন এবং সুখেন্দুর পুত্র প্রণবেশ ব্যানার্জি কে একসনা ইজারা প্রদান করা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী সম্পত্তির লীজ গ্রহীতাগণ অর্থাত প্রার্থীকের পিতা এবং পিতার কাকাতো ভ্রাতার পুত্র ভারতবাসীদের নিকট আত্বীয় ও উত্তরাধিকারী হন, সেহিসাবে নালিশী সম্পত্তি লিজ প্রাপ্ত হয়ে প্রার্থীক সহ অন্যান্য শরীকদারগণ পূর্ববর্তীর আমল থেকে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগ দখলে আছেন।

২৮৯৯/১২ নং মামলায় দাখিলী গেজেটে প্রদর্শনী-৭(খ) দৃষ্টে, বরমা মৌজার নালিশী **(০.১৭ +০.৭১) = ০.৮৮ একর** সম্পত্তি চন্দ্র বিনোদ, রবীন্দ্র নাথ এবং অজিত গং ০৪ ভ্রাতার মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল। সুতরাং উক্ত সম্পত্তির মধ্যে প্রত্যেকের ১৪.৬৬ শতক করে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি তাহার কাকা চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর অংশীয় (১৪.৬৬ + ১৪.৬৬) = ২৯.৩২ শতক উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে প্রাপ্য হবেন। অপরদিকে অজিত গং ০৪ ভ্রাতার সর্বমোট ৫৮.৬৪ শতক সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অর্থাত ২৯.৩২ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের পিতা ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হন বিধায় পিতার অনুপস্থিতিতে প্রার্থীক উক্ত ২৯.৩২ শতক সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে পাবার হকদার মর্মে প্রতীয়মান হয়। অবশিষ্ট ২৯.৩২ শতক ভূমি রজনীকান্তের পুত্র সুখেন্দু ও শশাংক প্রাপ্ত হবেন।

সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি বরমা মৌজায় তার কাকাদের অংশ এবং অজিত গং দের অংশ মিলে সর্বমোট **(২৯.৬২+২৯.৬২) = ৫৮.৬৪ শতক** ভুমি প্রাপ্ত হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অপরদিকে শৌবন্দী মৌজার গেজেট দৃস্টে, নালিশী ০.৩৪ একর ভুমি প্রার্থীকের কাকা চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জির মালিকানাধীন ছিল। প্রার্থীক ভ্রাতুষপুত্র হিসাবে তাহার ভারতবাসী কাকাদ্বয়ের সম্পত্তি ওয়ারীশ হিসাবে প্রাপ্য হবেন। প্রার্থীক উক্ত মূল মালিকের অনুপস্থিতিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-শরীক হওয়ায় ও দাবিকৃত সম্পত্তি পূর্ববর্তীক্রমে লীজমূলে ভোগ দখলকার থাকায় *মুল মালিক* চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর ত্যাজ্য নালিশী শৌবন্দি মৌজার আর এস ১৬২ খতিয়ানভুক্ত ০.৩৪ একর সম্পত্তি প্রার্থীক অবমুক্তি পাওয়ার হকদার বলে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক পর্যালোচনায়, প্রার্থীক মাইগাতা মৌজায় সর্বমোট **(২.৭০ + .০৫৬+ .০৫৬) = ২.৮১ একর** ভুমি, বরমা মৌজায় **(২৯.৬২+২৯.৬২) = ৫৮.৬৪ শতক** ভুমি এবং শৌবন্দি মৌজার **০.৩৪ একর** ভুমি তাহার অনকুলে অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীকের দরখাস্ত আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৮৯৮/২০১২)

প্রণবেশ ব্যানার্জি (Pt.W.1) এবং **মোঃ শাহজাহান (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

Pt.W.1 এর জবানবন্দি মতে, নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন রজনী কান্ত, আশুতোষ কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ। তাদের নামে আর এস খতিয়ান হয়। রজনীকান্ত মরনে ০২ পুত্র সুখেন্দু ও শশাংক ওয়ারীশ থাকে। তাদের নামে পি এস ও বি এস জরিপ হয়। সুখেন্দু বিকাশ মরনে ০২ পুত্র প্রার্থীক প্রনবেশ ব্যনার্জি ও মিলনকান্তি ব্যানার্জি ওয়ারীশ থাকে। শশাংক এক পুত্র সলীল কান্তি ব্যানার্জি কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। আর এস রেকর্ডী কুমোদ মরনে ০৩ পুত্র শ্যমলেন্দু নির্মলেন্দু এবং দ্বিব্যেন্দু প্রাপ্ত হয়। শ্যমাবেন্দু গং তাদের সম্পত্তি ০৮/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখে ২৪৯২ নং দলিল মূলে প্রার্থীক মিলনকান্তি ও সলীল কান্তি ব্যানার্জি বরাবর হস্তান্তর করে। আশুতোষ ব্যানার্জির মৃত্যুতে ০৪ পুত্র অজিত, রঞ্জিত, সুজিত ও অরুঞ্জিত প্রাপ্ত হয়। আশুতোষ ব্যনার্জির পুত্রগণ স্থায়ীভাবে ভারতবাসী হওয়ায় তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। উক্ত সম্পত্তি তারা ভি.পি মামলা নং ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে লিজ গ্রহন করেন। নালিশী সম্পত্তি তারা মৌরশী, খরিদ ও লিজমূলে ভোগদখলকার থাকায় অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

জেরাতে তিনি বলেন যে, আর এস খতিয়ান রজনী, আশুতোষ, কুমোদ রঞ্জন ও চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর নামে। তার পিতার নাম সুখেন্দু বিকাশ ব্যানার্জি। তার পিতার অপর ভাইয়ের নাম শশাংক বিকাশ। তারা দুই ভাই মিলন ব্যানার্জি ও প্রনবেশ ব্যানার্জি। শশাংক ব্যানার্জির ছেলে সলীল। সত্য নয় যে তার আত্বীয় স্বজনের নামে গেজেট হয়নি। সত্য ণয় যে গেজেট অনুযায়ী সম্পত্তির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। গেজেটে অজিদ, রণজিত, সুঞ্জিত ও অরুনজিৎ এর নাম আছে। চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর নামও আছে। গেজেটের ৩৮৫ ক্রমিকের বরমা

মৌজার ৪৫৪ নং ক্রমিকের মাইগাতা মৌজার জমির জন্য মামলা করেছেন।কোন ক্রমিকে কতটুকু সম্পত্তি তা তার জানা নেই। তিনি বলেন যে তার দাবি ৮৭.৫০ শতক সম্পত্তি।

কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কর্তৃক ট্রাইবুন্যাল ৩৫/১২ মামলায় প্রদত্ত তার জবানবন্দি পুনরাবৃত্তি করা হলো না। ২৮৯৮/১২ ও ২৮৯৯/১২ মামলার প্রার্থীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়। জেরাতে তিনি বলেন যে, আর এস খতিয়ান শুদ্ধ। মিলন ব্যানার্জি গং অর্থাত এই দুই মামলার প্রার্থীকগণ আর এস রেকর্ডীদের ওয়ারীশ কিনা জানেন না। সরকার প্রনবেশ ব্যানার্জি ও মিলন ব্যানার্জি কে ইজারা দিয়েছেন সত্য। শরীক হিসাবে তারা ইজারা পেয়েছে কিনা জানেন না। ৩৫/১২ মামলার প্রার্থীক দিব্যেন্দু ও তার ভাইয়েরা প্রার্থীকের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করেছে- সত্য নয়। পরে বলে এসব তিনি জানেন না। মিলন কান্তি, সলিল ও প্রণবেশ নালিশী জায়গা শরীক হিসাবে ইজারা পেয়েছে সত্য নয়।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীক মাইগাতা মৌজাস্থ আর এস খতিয়ান নং ১৩৫৭ (ভুল ১৩৯৭) এর অধীন ১৭ শতক এবং বরমা মৌজার ৭০$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন। **প্রার্থীপক্ষে দাখিলী গেজেট প্রদর্শনী-৫(খ) ও লীজ এগ্রিমেন্ট (প্রদর্শনী-৭)** পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে চন্দ্র বিনোদ ব্যানার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং অজিত ব্যানার্জি গং ০৪ ভ্রাতা ভারতবাসী হলে তাহাদের মালিকীয় ১৭ শতক সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় এবং ভিপি মামলা নং- ৫৪/৭৭-৭৮ মূলে ভারতবাসীদের কাকাতো ভ্রাতা সুখেন্দুর পুত্র প্রনবেশ ব্যানার্জি কে একসনা ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ৩৫/২০১২ মামলায় দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র ৪(খ)-৪(ঙ) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আশুতোষ ব্যানার্জির ০৪ পুত্র অজিত, রণজিৎ, অরুনজিৎ ও সুরঞ্জিত এর এদেশে বসবাসকারী ওয়ারীশ ছিলেন- কাকা রজনীকান্ত ব্যানার্জির দুই পুত্র সুখেন্দু বিকাশ ব্যানার্জি, শশাঙ্ক মোহন ব্যানার্জি এবং অপর কাকা রাম চন্দ্র ব্যানার্জির ০৩ পুত্র -কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জি, চন্দ্র বিনোদ ব্যনার্জি ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। উত্তরাধিকারী নীতি অনুযায়ী, আশুতোষ ব্যনার্জির উক্ত ০৪ পুত্রের সম্পত্তি রজনীকান্ত ব্যানার্জির দুই পুত্র সুখেন্দু ও শশাঙ্ক অর্ধেক এবং রামচন্দ্র ব্যানার্জির ০৩ পুত্র কুমুদ গং অর্ধেক অংশ প্রাপ্ত হবেন। উক্ত ১৭ শতক সম্পত্তি মধ্যে চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্রনাথ এর অংশ বাদে অজিত গং ০৪ ভ্রাতার অবশিষ্ট ১১.৩২ শতক সম্পত্তি সুখেন্দু ও শশাংক অর্ধেক উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত হবেন। সেহিসাবে প্রার্থীক ও তাহার ভ্রাতা মিলন কান্তি ব্যানার্জি (২.৮৩+ ২.৮৩) = ৫.৬৬ শতক এর দাবিদার হবেন। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীক প্রনবেশ ব্যানার্জি মাইগাতা মৌজায় তাহার অংশে .০২৮ একর ভুমির অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ তফসিল বর্নিত ও গেজেটের ৩৮৫ নং ক্রমিকে প্রকাশিত বরমা মৌজার ৭০.৫০ শতক ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। দাখিলী গেজেটে প্রদর্শনী-৫(ক) দৃষ্টে, বরমা মৌজার নালিশী **(০.১৭ +০.৭১) = ০.৮৮ একর** সম্পত্তি চন্দ্র বিনোদ, রবীন্দ্র নাথ এবং অজিত গং ০৪ ভ্রাতার মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল। সুতরাং উক্ত সম্পত্তির মধ্যে প্রত্যেকের ১৪.৬৬ শতক করে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ এর অংশ বাদ দিলে অজিত গং ০৪ ভ্রাতার অবশিষ্ট ৫৮.৬৪ শতক সম্পত্তির মধ্যে সুখেন্দু ও শশাংক অর্ধেক অর্থাত ২৯.৩২ শতক ভুমি উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত হবেন। সে হিসাবে সুখেন্দুর ওয়ারীশ হিসাবে প্রার্থীক ও তাহার ভ্রাতা মিলন কান্তি ব্যানার্জি (৭.৩৩+ ৭.৩৩) =১৪.৬৬ শতক এর দাবিদার হবেন। সার্বিক বিবেচনায়

প্রার্থীক প্রনবেশ ব্যানার্জি মৌরশীসূত্রে সহ-অংশীদার ও লিজমূলে ভোগদখলে থাকায় বরমা মৌজায় তাহার অংশে ৭.৩৩ শতক ভুমির অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ কুমোদ রঞ্জনের পুত্র শ্যামলেন্দু গং বিগত ০৮/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখে ২৪৯২ নং কবলামুলে ৮ শতক ভুমি প্রার্থীকগণের বরার হস্তান্তর করার দাবি করলেও এ ধরনের হস্তান্তর ধরনের হস্তান্তর **অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (সংশোধনী ২০১৩) এর ৮ ধারার** বিধান মোতাবেক বাতিল ও ফলবিহীন মর্মে গন্য হইবে।

সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীক প্রণবেশ ব্যানার্জি মাইগাতা মৌজায় .০২৮ একর এবং বরমা মৌজায় ৭.৩৩ শতক বা .০৭৩ একর মিলে সর্বমোট (.০২৮ +.০৭৩) = ০.১০১ একর বা ১০.১ শতক ভুমি তাহার অনকুলে অবমুক্তি পাবার অধিকারী বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীকের দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৮৯৯/২০১২)

সলিল ব্যানার্জি (Pt.W.1) এবং **মোঃ শাহজাহান (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

Pt.W.1 এর জবানবন্দি মতে, তিনি মামলার ২ নং প্রার্থীক। ১ নং প্রার্থীক তার জেঠাতো ভাই। তিনি তার ও জেঠাতো ভাই পক্ষে জবানবন্দি প্রদান করছেন। তার জবানবন্দির মূল বক্তব্য এই নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন রজনী কান্ত, আশুতোষ কুমুদ রঞ্জন, চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ। তাদের নামে আর এস খতিয়ান হয়। আর এস রেকর্ডী চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথ ভারতবাসী হয়। রজনীকান্ত মরনে ০২ পুত্র সুখেন্দু ও শশাংক ওয়ারীশ থাকে। সুখেন্দু বিকাশ মরনে ০২ পুত্র প্রার্থীক মিলন কান্তি ব্যনার্জি ও প্রনবেশ ব্যানার্জি ওয়ারীশ থাকে। শশাংক মরনে এক পুত্র ২ নং প্রার্থীক সলীল কান্তি ব্যানার্জি ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আর এস রেকর্ডী কুমোদ মরনে ০৩ পুত্র শ্যমলেন্দু নির্মলেন্দু এবং দ্বীপবেন্দু প্রাপ্ত হয়। নির্মলেন্দু ও শ্যমলেন্দু নিরুদ্দেশ হয়। আশুতোষ মরনে অজিত গং ০৪ পুত্র ওয়ারীশ হয়। অজিত ব্যানার্জি গং ভারতবাসী হলে তারা প্রার্থীকগণ ভি.পি ১০৫৬/৭৬-৭৭ মূলে লিজ গ্রহন করেন। উক্ত লিজ চুক্তিতে তাদের কাকা কুমোদ রঞ্জনের নামও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উক্ত কুমোদ রঞ্জন ব্যানার্জির স্বত্ব ২৩/১১/৭৮ তারিখে ৫২৩৬ নং কবলামুলে অরুন কান্তি বরাবর বিক্রয় করেন। অবশিষ্ট স্বত্ব কুমোদের ওয়ারীশ নীহালেন্দু ০৮/০৮/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখে ২৪৯২ নং কবলামুলে ১ ও ২ নং প্রার্থীক বরাবর হস্তান্তর করে। এভাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তি তারা লীজ খরিদা ও মৌরশীসূত্রে ভোগ দখল করে আসছেন বিধায় তারা উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

জেরাতে তিনি বলেন যে, তিনি শৌবন্দি বরমা ও মাইগাতা মৌজার সম্পত্তির জন্য মামলা করেন। ২৮৯৮/১২ মামলার প্রার্থীক তার জেঠাতো ভাই হয়। তিনি বলেন যে তিনি ৩.৩৮ একর সম্পত্তির জন্য মামলা করেছেন। সত্য নয় যে, গেজেটে যাদের নামের সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে তাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি লিজ নিয়েছেন বিধায় পুরো সম্পত্তির জন্য মামলা করেছেন। তার আর এস খতিয়ান স্মরন নেই। তিনি কোন মৌজা থেকে কতটুকু দাবি করছেন তা জানেন না। সত্য নয় নালিশী সম্পত্তি তিনি ফেরত পাবার হকদার নন।

কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কর্তৃক ট্রাইবুন্যাল ৩৫/১২ মামলায় প্রদত্ত তার জবানবন্দি পুনরাবৃত্তি করা হলো না। ২৮৯৮/১২ ও ২৮৯৯/১২ মামলার প্রার্থীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়। জেরাতে তিনি বলেন যে, আর এস

খতিয়ান শুদ্ধ। মিলন ব্যানার্জি গং অর্থাত এই দুই মামলার প্রার্থীকগণ আর এস রেকর্ডীদের ওয়ারীশ কিনা জানেন না। সরকার প্রনবেশ ব্যানার্জি ও মিলন ব্যানার্জি কে ইজারা দিয়েছেন সত্য। শরীক হিসাবে তারা ইজারা পেয়েছে কিনা জানেন না। ৩৫/১২ মামলার প্রার্থীক দিব্যেন্দু ও তার ভাইয়েরা প্রার্থীকের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করেছে- সত্য নয়। পরে বলে এসব তিনি জানেন না। মিলন কান্তি, সলিল ও প্রণবেশ নালিশী জায়গা শরীক হিসাবে ইজারা পেয়েছে সত্য নয়।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীপক্ষ ১, ২ ও ৩ নং তফসিল বর্নিত শৌবন্দি মৌজার ০.৩৪ একর , মাইগাতা মৌজার ২.৭১ একর এবং বমরা মৌজার আর এস ২১৪ খতিয়ানের ০.১৭ একর শতক সম্পত্তি মধ্যে (০.৩৪ + ২.৫৮ + ০.১৭) = ৩.০৯ একর ভুমি অবমুক্তির দাবি করেছেন। কিন্তু ৩৫/২০১২ মামলায় ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, উক্ত মামলার প্রার্থীক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি উক্ত শৌবন্দি মৌজার সম্পূর্ন ০.৩৪ একর এবং মাইগাতা মৌজার সম্পূর্ন ২.৭০ একর সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী। প্রার্থীপক্ষের দাবিকৃত উক্ত সম্পত্তি ভারতবাসী চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্র নাথের মালিকীয় হওয়ায় উত্তরাধিকারসূত্রে ৩৫/২০১২ মামলার প্রার্থীকের পিতা কুমোদ রঞ্জন তৎ ভ্রাতাদ্বয়ের উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং তার মৃত্যুতে প্রার্থীক দিব্যেন্দু তার ভারতবাসী কাকার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-শরীকদার হিসাবে নালিশী সম্পত্তির দাবিদার হন। অত্র মামলার প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, কুমোদ রঞ্জন ব্যানার্জি নিজে ২৩/১১/১৯৭৮ ইং তারিখের ৫২৩৬ নং কবলামূলে অরুন কান্তি বিশ্বাস এর নিকট তৎ স্বত্ব হস্তান্তর করেন এবং তার পুত্র দিব্যেন্দু ব্যানার্জি গং ০৮/০৮/১৯৮৪ তারিখের ২৪৯২ নং কবলা অবশিষ্ট স্বত্বাংশীয় ভুমি ১/২ নং প্রার্থীক ও প্রণবেশ ব্যানার্জি বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-১০ ও প্রদর্শনী-৯ দৃষ্টে উক্তরুপ হস্তান্তরের সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ ধরনের হস্তান্তর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (সংশোধনী ২০১৩) এর ৮ ধারার বিধান মোতাবেক বাতিল ও ফলবিহীন মর্মে গন্য হইবে। **উক্ত ৮ ধারায় বলা হয়েছে " প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ : এই আইনের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হবার পূর্বে কোন ব্যাক্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরুপ বিক্রয় দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।** সুতরাং প্রার্থীকগণের তাদের খরিদা কবলামুলে নালিশী সম্পত্তি দাবি করার আইনত কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রার্থীপক্ষ নালিশী বরমা মৌজার আর এস ২১৪ খতিয়ানের ০.১৭ একর ভুমি দাবি করেছেন। পূর্বের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, **বরমা মৌজার** নালিশী **(০.১৭ +০.৭১) = ০.৮৮ একর** সম্পত্তি চন্দ্র বিনোদ, রবীন্দ্র নাথ এবং অজিত গং ০৪ ভ্রাতার মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল। ১/২ নং প্রার্থীকের পূর্ববর্তী সুখেন্দু বিকাশ এবং শশাংক উক্ত অজিত গং ০৪ ভ্রাতার প্রাপ্ত সর্বমোট ৫৮.৬৪ শতক সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অর্থাত ২৯.৩২ শতক সম্পত্তি কাকাতো ভ্রাতা হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। সে হিসাবে শশাংকের প্রাপ্ত অংশ ১৪.৬৬ শতক এবং সুখেন্দুর প্রাপ্ত অংশ ১৪.৬৬ শতক হয়। দাখিলী ওয়ারিশ সনদপত্র, প্রদর্শনী-১৩ ও ১৩(ক) হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুখেন্দু বিকাশ ০২ পুত্র ১ নং প্রার্থীক মিলন কান্তি ব্যানার্জি ও প্রনবেশ ব্যানার্জি এবং শশাংক বিকাশ ২ নং প্রার্থীক সলিল ব্যানার্জি কে ওয়ারীশ রেখে যান। প্রতীয়মান হয় যে, সুখেন্দুর অংশ হতে ১ নং প্রার্থীক মৌরশীসূত্রে ৭.৩৩ শতাংশ এবং ২ নং প্রার্থীক শশাংকের ওয়ারীশ হিসাবে ১৪.৬৬ শতক ভুমি পাবার হকদার। উক্ত সম্পত্তি তারা মৌরশীসূত্রে ও লিজমুলে ভোদখলে থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী বলে আমি বিবেচনা করি।

পূর্বের আলোচনা হতে আরো প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাইগাতা মৌজাস্থ আর এস খতিয়ান নং ১৩৫৭ (ভুল ১৩৯৭) এর অধীন ১৭ শতক শতক সম্পত্তি মধ্যে চন্দ্র বিনোদ ও রবীন্দ্রনাথ এর অংশ বাদে অজিত গং ০৪ ভ্রাতার অবশিষ্ট ১১.৩২ শতক সম্পত্তি সুখেন্দু ও শশাংক অর্ধেক উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত হন। সেহিসাবে ১ নং প্রার্থীক মিলন কান্তি ব্যানার্জি ও তৎ ভ্রাতা প্রণবেশ ব্যানার্জি (২.৮৩+ ২.৮৩) = ৫.৬৬ শতক এর দাবিদার হবেন। একইভাবে শশাংকের ওয়ারীশ হিসাবে ২ নং প্রার্থিক সলিল ব্যানার্জি ৫.৬৬ শতকের দাবিদার হবেন।

সার্বিক বিবেচনায়, নালিশী বরমা ও মাইগাতা মৌজায় ১ নং প্রার্থীক মিলন কান্তি ব্যানার্জি (৭.৩৩ + ২.৮৩) = ১০.১৬ শতক বা ০.১০১৬ একর এবং ২ নং প্রার্থীক সলিল ব্যনার্জি (১৪.৬৬ + ৫.৬৬) = ২০.৩২ শতক বা ০.২০৩ একর ভুমির অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীকের দরখাস্ত আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ৩৫/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি এর অনুকুলে মাইগাতা মৌজায় সর্বমোট **(২.৭০ + .০৫৬+ .০৫৬) = ২.৮১ একর**, বরমা মৌজায় **(২৯.৬২+২৯.৬২) = ৫৮.৬৪ শতক** এবং শৌবন্দি মৌজার **০.৩৪ একর** ভুমি অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে এবং ২৮৯৮/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক প্রনবেশ ব্যানার্জি বরাবর মাইগাতা মৌজায় .০২৮ একর এবং বরমা মৌজায় .০৭৩ একর মিলে সর্বমোট **(.০২৮ +.০৭৩) = ০.১০১ একর বা ১০.১ শতক** ভুমি তাহার অনকুলে অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে এবং ২৮৯৯/২০১২ মামলার ১ নং প্রার্থীক মিলন কান্তি ব্যানার্জি নালিশী বরমা ও মাইগাতা মৌজায় (৭.৩৩ + ২.৮৩) = ১০.১৬ শতক বা ০.১০১৬ একর এবং ২ নং প্রার্থীক সলিল ব্যনার্জি (১৪.৬৬ + ৫.৬৬) = ২০.৩২ শতক বা ০.২০৩ একর ভুমির অবমুক্তি পেতে পারেন মর্মে আমি বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় ৩৫/২০১২, ২৮৯৮/২০১২ ও ২৮৯৯/২০১২ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীকের অনুকুলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র ৩৫/২০১২ নং মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। তফসিল বর্নিত মাইগাতা মৌজায় **২.৮১ একর**, বরমা মৌজায় ০.**৫৮৬ একর** এবং শৌবন্দি মৌজার **০.৩৪ একর** সম্পত্তি প্রার্থীক দিব্যেন্দু বানার্জী বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

এছাড়া ২৮৯৮/২০১২ নং মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসুত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হলো। তফসিল বর্নিত মাইগাতা মৌজায় .০২৮ একর এবং বরমা মৌজায় .০৭৩ একর মিলে সর্বমোট **(.০২৮ +.০৭৩) = ০.১০১ একর বা ১০.১ শতক** সম্পত্তি প্রার্থীক প্রনবেশ বানার্জী বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

এছাড়া ২৮৯৯/২০১২ নং মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসুত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হলো। তফসিল বর্নিত বরমা মৌজায় ৭.৩৩ শতক ও মাইগাতা মৌজায় ২.৮৩ শতক মিলে সর্বমোট ১০.১৬ শতক বা ০.১০১ একর সম্পত্তি ১ নং প্রার্থীক মিলন কান্তি ব্যানার্জি বরাবরে এবং নালিশী বরমা মৌজায় ১৪.৬৬ শতক ও মাইগাতা মৌজায় ৫.৬৬ শতক মিলে সর্বমোট ২০.৩২ শতক বা ০.২০৩ একর ভুমি ২ নং প্রার্থীক সলিল বানার্জী বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।